ডিপ্লোমা কোর্স ইন ইসলামিক স্টাডিজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী
কোর্স নং ১০১, বিষয় : তাফসীর

তাফসীরের পরিচয়, উৎস, তাফসীর বাতিল হওয়ার কারণ এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি কতিপয় নছীহত

তাফসীরের পরিচয় :

আভিধানিক অর্থ : তাফসীর (التفسير) আরবী শব্দ। এটি ফা, সীন, রা (فسر) থেকে উদ্গত। অর্থ- ব্যাখ্যা করা, সুস্পষ্ট করা, বর্ণনা করা, বিশ্লেষণ করা ইত্যাদি। ইবনু ফারিস বলেন, الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل (فسر) على بيانِ شيءٍ وإيضاحه অর্থাৎ (فسر) ফা, সীন, রা সংযোগে একটি শব্দ, যা দ্বারা কোন জিনিসের বর্ণনা ও স্পষ্টকরণ বুঝায়' *(মু'জামু মাক্বায়ীসিল লুগাহ, ৪/৪০০ পৃ.)*।

পারিভাষিক অর্থ :

মনীষীগণ তাফসীরের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। যেমন-

১. আবু হাইয়ান আন্দালুসী (৬৫৪-৭৪৫ হি./১২৫৬-১৩৪৪ খৃ.) বলেন,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، وَمَدْلُولاَتِهَا، وَأَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرْكِيبِيَّةِ، وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ، وَتَتِمَّاتٍ لِذَلِكَ-

'এটি এমন এক ইলম, যাতে কুরআনের শব্দমালার বাচনভঙ্গী, তার উদ্দেশ্য, তার একক ও যৌগিক বিধানাবলী এবং যৌগিক অবস্থায় গৃহীত অর্থ সমূহ ও তার পরিশিষ্টসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়' *(আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ১/১৩ পৃ.)*।

২. ইবনু জুযা আল-কালবী বলেন,

هو علم يبحث فيه عن القرءان الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية.

'তাফসীর হচ্ছে এমন জ্ঞান, যাতে কুরআন কারীম সম্পর্কে মানবিক সামর্থ্য অনুসারে আলোচনা করা হয়, যার মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য বোঝা যায়।

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ অবগত হওয়া ও তদনুযায়ী আমল করা : আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ-

'এটি এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৯)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে কুরআন গবেষণা ও তার তাৎপর্য অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই মর্মে কুরআনে বহু আয়াত এসেছে। যেমন বলা হয়েছে, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا- 'তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নিকট থেকে আসত, তাহ'লে তারা এর মধ্যে বহু গরমিল দেখতে পেত' *(নিসা ৪/৮২)*। যারা কুরআন গবেষণা করেনা, তাদের প্রতি ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا- 'তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

২. ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া : কুরআন অনুধাবন করে পাঠ করলে পাঠকের ঈমান বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি আয়াত ও সূরা তার মনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কারণ এসময় তার চোখ-কান-হৃদয় সবকিছু কুরআনের মধ্যে ডুবে থাকে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ– 'আর যখন কোন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যেকার কিছু (মুশরিক) লোক বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? বস্তুতঃ যারা ঈমান এনেছে, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা সুসংবাদ লাভ করেছে' *(তওবাহ ৯/১২৪)*। তিনি আরও বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ– 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যখন তাদের নিকট আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

৩. আল্লাহভীতি অর্জন :

সঠিকভাবে অর্থ বুঝে কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে হৃদয়-মন শিহরিত হয়। আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা অবহিত হয়ে ভয়ে অন্তর জগত কেঁপে ওঠে। ফলে পাপ চিন্তা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করে হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ– 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী (কুরআন) নাযিল করেছেন যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটি (কুরআন) হ'ল আল্লাহ্র পথনির্দেশ। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথ প্রদর্শন করেন। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا– وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا– وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا– 'তুমি বলে দাও (হে অবিশ্বাসীগণ!), তোমরা কুরআনে বিশ্বাস আনো বা না আনো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে (আহলে কিতাবের সৎ আলেমগণ), যখন তাদের উপর এটি পাঠ করা হয়, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে'। 'আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়'। 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়' *(ইসরা ১৭/১০৭-০৯)*। ইবনু হাজার (৭৭৩-৮৫২ হি.) বলেন, খুশূ'-খুযূ' তথা আল্লাহভীতি অর্জন করাই কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য।[১]

৪. সার্বিক হেদায়াত লাভ :

তাৎপর্য অনুধাবনের মাধ্যমে কুরআন পাঠ করলে জীবনের চলার পথে সার্বিক হেদায়াত লাভ করা যায়। ছোট-খাট বিষয়গুলি তখন বড় হয়ে দেখা দেয় না। বরং বৃহত্তর কল্যাণের বিষয় ও সার্বিক মঙ্গলের বিষয়টি তার সামনে প্রতিভাত হয়। ফলে সে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا 'নিশ্চয় এই কুরআন এমন পথের

১. ফাৎহুল বারী হা/৫০৪৮-এর পূর্বে 'তারজী' অনুচ্ছেদ-এর আলোচনা।

নির্দেশনা দেয় যা সবচাইতে সরল। আর তা সৎকর্মশীল মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার' *(ইসরা ১৭/৯)*।

৫. কুরআনের স্বাদ আস্বাদন ও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ :

কুরআনের শব্দালংকার বুঝদার পাঠকের অন্তরে ঝংকার তোলে। এর গভীর তাৎপর্য জ্ঞান জগতকে চমকিত করে। এর বিজ্ঞান ও অতীত ইতিহাস মানুষকে হতবিহ্বল করে। বহু অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে হৃদয় প্রশান্ত হয়। এক পর্যায়ে সমর্পিত চিত্ত প্রশান্তিতে ভরে যায়। ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, 'আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে। অথচ এর তাৎপর্য অনুধাবন করে না। সে কিভাবে এর স্বাদ আস্বাদন করবে'?[২]

৬. **হালাল-হারাম জানা :**

জীবন সংশ্লিষ্ট বহু বৈধ-অবৈধ বিষয় মানুষ জানতে পারবে কুরআন অনুধাবনের মাধ্যমে। যা তার বৈষয়িক জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং শয়তানের ধোঁকা থেকে দূরে থাকতে পারবে। সেকারণ আল্লাহ বলেন,–يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*।

তাফসীরের উৎসসমূহ :

মুফাসসিরগণ তাদের তাফসীরের ক্ষেত্রে যেসব উৎসের উপরে নির্ভর করেছেন, সেগুলো নিম্নরূপ:

১. আল-কুরআনুল কারীম :

কুরআনে কোথাও সংক্ষিপ্ত, অন্যত্র তা বিস্তারিত এসেছে। কোথাও সাধারণভাবে এসেছে, অন্যত্র তাকীদ সহকারে এসেছে। কোথাও এসেছে আম বা ব্যাপকভাবে এবং অন্যত্র এসেছে খাছ (নির্দিষ্টভাবে)। সুতরাং কুরআনের একাংশ অন্য অংশের ব্যাখ্যা। যেমন ড. ছুবহী ছালেহ বলেন, القرآن يفسر بعضه بعضا،

উদাহরণ :

قول الله تعالى : فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٣٧) البقرة

'অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার নিকট হ'তে কিছু কথা শিখে নিল। অতঃপর তিনি তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়' *(বাক্বারাহ ২/৩৭)*। এর ব্যাখ্যায় অন্যত্র এসেছে,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রভূ! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

কোথাও সাধারণভাবে কোন বিধান এসেছে, যেমন আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ তোমাদের উপর হারাম করা হ'ল মৃত, রক্ত' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অন্যত্র এটা খাছভাবে এসেছে, যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا 'তুমি বলে দাও, আমার নিকট যে সকল বিধান অহী করা হয়েছে, সেখানে ভক্ষণকারীর জন্য আমি কোন খাদ্য হারাম পাইনি যা সে ভক্ষণ করে, কেবল মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত' *(আন'আম ৬/১৪৫)*।

২. সুন্নাহ আন-নবাবী :

নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন। তিনি এর আম-খাছ, মুতলাক্ব-মুকাইয়াদ, নাসেখ-মানসূখ, হালাল-হারাম, আমর-নাহী প্রভৃতি সম্পর্কে জানতেন। কোন সময় তার নিকটে কোন প্রশ্ন

২. ইবনু জারীর, তাফসীর ত্বাবারী, (বৈরূত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ ১৪২০/২০০০) 'ভূমিকা' অধ্যায় ১/১০ পৃ.।

উত্থাপিত হলে তিনি জিবরীল (আঃ)-এর শরণাপন্ন হতেন। আর জিবরীল (আঃ) আল্লাহর নিকট থেকে অবগত হয়ে সে প্রশ্নের সমাধান দিতন। অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করতেন এবং দলীল সম্পন্ন করতেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, হাদীছ তথা সুন্নাহ কুরআনের তাফসীর করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*।

হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ،

আল-মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জেনে রাখো! আমাকে কিতাব এবং তার সঙ্গে অনুরূপ কিছু দেয়া হয়েছে। জেনে রাখো! এমন এক সময় আসবে যখন কোন প্রাচুর্যবান লোক তার আসনে বসে বলবে, তোমরা শুধু এ কুরআনকেই গ্রহণ করো, তাতে যা হালাল পাবে তা হালাল এবং যা হারাম পাবে তা হারাম মেনে নিবে। *আবু দাউদ হা/৪৬০৪; ছহীহুল জামে' হা/২৬৪৩।*

ইমাম শাফেঈ বলেন, ছহীহ সুন্নাহ কখনোই কুরআনের পরিপন্থী নয়। বরং তার পরিপূরক। কেননা কোন ব্যক্তিই রাসূলের ন্যায় কুরআন বুঝতে সক্ষম নয়'।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর একটি বৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে যার নামই হল مُوَافَقَةُ صَحِيْحِ الْمَنْقُوْلِ لِصَرِيْحِ الْمَعْقُوْلِ ('বিশুদ্ধ হাদীছ সর্বদা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুকূল হওয়া')। যা বৈরূত ছাপায় (১৯৮৫) দুই খণ্ডে ৪৪৬+৪৮৭=৯৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মাকহূল বলেন,- الْقُرْآنُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْقُرْآنِ 'সুন্নাহ্র জন্য কুরআনের প্রয়োজনীয়তার চাইতে কুরআনের জন্য সুন্নাহ্র প্রয়োজনীয়তা অধিক'।

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর বলেন, السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ- 'সুন্নাহ কুরআনের উপর ফায়ছালাকারী, কিন্তু কুরআন সুন্নাহ্র উপর ফায়ছালাকারী নয়'। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ- 'আমি এটা বলতে দুঃসাহস করি না। তবে আমি বলব যে, সুন্নাহ কিতাবকে ব্যাখ্যা করে ও তার মর্মকে স্পষ্ট করে' *(কুরতুবী)*।

ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হল, সুন্নাহ আল্লাহ্র কিতাবের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ।

ইমাম আওযাঈ (মৃ. ১৫৭ হি.) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হাসসান বিন 'আত্বিয়াহ (মৃ. ১২০ হি.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে (কুরআনের) অহি নাযিল হত এবং তাঁর নিকটে জিব্রীল সুন্নাহ নিয়ে হাযির হতেন, যা সেটিকে ব্যাখ্যা করে দিত' *(কুরতুবী)*।

উদাহরণ :

আল্লাহ বলেন, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا اللهِ قَانِتِينَ (البقرة: ٢٣٨). 'তোমরা ছালাত সমূহ ও মধ্যবর্তী ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*। এর ব্যাখ্যায় হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ،

'আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা কাফিররা আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে ছালাতুল উসতা (মধ্যবর্তীকালীন ছালাত, অর্থাৎ আছরের ছালাত) থেকে বিরত রেখেছে। মুসলিম হা/৬২৭।

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হল- 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের উপর খুবই কঠিন (ভারী) মনে হল। তখন তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বোঝানো হয়নি। তোমরা লুকমানের বাণী, যা তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 'শিরক করা বড় যুলুম, তা কি শোননি'? বুখারী হা/৩৪২৯; মিশকাত হা/৫১৩১।

অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ) কুরআনে উল্লেখিত ছালাতের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি ছালাতের ওয়াক্ত, রাক'আত সংখ্যা ও আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ যাকাতের পরিমাণ, আদায়ের সময়, প্রকার ও যেসব পণ্যে যাকাত ফরয তা উল্লেখ করেছেন। হজ্জের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিধান তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

৩. ছাহাবায়ে কেরাম :

ইলমে তাফসীরে অনেক ছাহাবী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তন্মধ্যে যাদের নিকট থেকে অধিক বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন, আলী ইবনু আবী তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, উবাই ইবনু কা'ব, আবু মূসা আল-আশ'আরী, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ। ছাহাবায়ে কেরাম কোন আয়াতের ব্যাখ্যা কুরআনে না পেলে এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে জানা সম্ভব না হলে তাঁরা ইজতিহাদ করতেন এবং নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) أصول التفسير 'উছূলুত তাফসীর' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,

إذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين منهم عبد الله بن مسعود،

'যখন আমরা কুরআনের তাফসীর কুরআনে বা হাদীছে না পাই, তখন সে ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরামের বাণীর দিকে ফিরে যাই। কেননা এ সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তাদেরকে বিশেষিত করেছে। আর যেহেতু এ সম্পর্কে তাদের পূর্ণাঙ্গ বুঝ ও সঠিক জ্ঞান ছিল। বিশেষত তাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ও প্রবীণগণ, যেমন খুলাফায়ে রাশেদুন এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)'। তিনি আরো বলেন,

إن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد،

'যে বক্তি কুরআন বা হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ছাহাবী ও তাবেঈগণের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে তা আল্লাহর উপরে মিথ্যারোপ, আল্লাহর আয়াতে অবিশ্বাস, আল্লাহর বাণীকে তার স্বস্থান থেকে পরিবর্তনের শামিল। যা অবিশ্বাস ও অস্বীকারের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিবে'।

উদাহরণ :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন ওমর (রাঃ) জ্যেষ্ঠ বদরী ছাহাবীদের মজলিসে আমাকে ডেকে বসালেন। এতে অনেকে সংকোচ বোধ করেন। প্রবীণতম ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) বলেন, أتسأله ولنا بنون مثله 'আপনি ওকে জিজ্ঞেস করবেন? অথচ ওর বয়সের ছেলেরা আমাদের ঘরে রয়েছে'। ওমর (রাঃ) বললেন, সত্বর জানতে পারবেন'। অতঃপর তিনি সবাইকে সূরা নছরের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন। তখন সকলে প্রায় একই জওয়াব দিলেন যে, 'এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন বিজয় লাভ হবে, তখন যেন তিনি তওবা-ইস্তেগফার করেন'। এবার তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ– 'এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মৃত্যু ঘনিয়ে আসার খবর দিয়েছেন'। অতঃপর বললাম, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ 'যখন এসে গেছে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়' অর্থ فذلك علامة موتك 'এটাতে আপনার মৃত্যুর আলামত এসে গেছে'। অতঃপর فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ 'এক্ষণে তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তওবা-ইস্তেগফার কর'।

এ ব্যাখ্যা শোনার পর ওমর (রাঃ) বললেন,–تَلُوْمُوْنِىْ عَلَيْهِ؟ وَاللهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ 'আপনারা আমাকে এই ছেলের ব্যাপারে তিরষ্কার করছিলেন? আল্লাহ্র কসম! হে ইবনে আব্বাস! তুমি যা বলেছ, এর বাইরে আমি এর অর্থ অন্য কিছুই জানি না'। (বুখারী হা/৩৬২৭; তিরমিযী হা/৩৩৬২; কুরতুবী হা/৬৫০৯)।

৪. তাবেঈনে ইযাম :

তাবেঈগণও কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন হাসান বছরী, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইকরিমাহ, যাহহাক প্রমুখ। তারা কুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে কুরআনের উপরে, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) হতে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের উপরে, এরপর ছাহাবীদের নিকট থেকে শ্রুত বাণী ও মতামতের উপরে নির্ভর করতেন। এরপর তারা আহলে কিতাবদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংবাদ অতঃপর নিজেদের মতামত ও ইজতেহাদের মাধ্যমে তাফসীর করার চেষ্টা করতেন।

৫. আহলে কিতাব তথা ইহুদী ও নাছারা :

কুরআনের কিছু বিষয় তাওরাতের সাথে মিলে যায়, যেমন পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা ও পূর্ববর্তী উম্মাতের ঘটনা। অনুরূপভাবে ইনজিলে ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ঘটনা ও তার মুজেযাসমূহ যা কুরআনের সাথে মিলে।

তাফসীর বাতিল হওয়ার কারণ :

১. যে সকল ইলম ব্যতীত তাফসীর করা যায় না, তা অর্জন ব্যতীত তাফসীর করা।

২. দ্ব্যার্থবোধক শব্দের তাফসীর করা, যার অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়।

৩. নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুকূলে তাফসীর করা যে ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে কোন দলীল নেই।

৪. কোন আয়াতের তাফসীর করার পর বিনা দলীলে সেটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য বলে নিশ্চিত হওয়া।

৫. প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে বা কল্পিত তাফসীর করা *(আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন, ২/৪৮২)*।

শিক্ষার্থীদের প্রতি নছীহত :

১. ইখলাছ সহকারে তথা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করা।

২. মনোযোগ সহকারের পাঠ বার বার অধ্যয়ন করা।

৩. সময় পেলেই পাঠের পুনরাবৃত্তি করা

৪. আল্লাহর কিতাব পাঠের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা

৫. উস্তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা

৬. পূর্বসুরী বিদ্বানগণের জীবন চরিত পাঠ করা

৭. সর্বদা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করা

৮. আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নের আদব বজায় রাখা।